

মুখোশ

জাকিয়া সুলতানা

প্রতিভা
প্রকাশ

এক



মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা সত্ত্বেও জোর করে চোখের পাতা টেনে খুলল রনি। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অজানা ভয়ে মনটা ছেয়ে গেল ওর। হাত-পা নাড়াতে পারছে না চুল পরিমাণও। চোখে অন্ধকার কিছুটা সয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

একটু পর দূর আকাশের ঝিকমিক করা তারাগুলোর দিকে চোখ গেল রনির। মাথায় একটা প্রশ্ন এল—‘এটা কোন জায়গা?’ পরক্ষণেই ও বলার চেষ্টা করল, ‘আমি কোথায়?’ জিহ্বা নাড়াতে গিয়ে রনি দেখল জিহ্বা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। চেষ্টা করেও ঢোক গিলতে পারল না। পিপাসায়

বুকটা ফেটে যাচ্ছে।

কেমন শীতল অনুভূতি হচ্ছে। মনে হচ্ছে ভেজা আর ঠান্ডা কিছুর মধ্যে ওকে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। পরক্ষণেই বিদঘুটে একটা গন্ধে পেট মোচড় দিয়ে উঠল রনির। চারিদিকে তাকিয়ে জায়গাটা ঠাহর করার চেষ্টা করল ও।

ধু ধু খোলা প্রান্তর থেকে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ আসছে। ভালো করে তাকাল রনি। পানি! চারিদিক থেকে ঠান্ডা বাতাস গায়ে এসে লাগছে, আর হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। একটু পর অনেক চেষ্টা করে পায়ের আঙুল সামান্য নাড়াতে পারল।

শীতল বাতাস, সাথে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ... এর মানে হলো, কোনো নদীর তীরে শুয়ে আছে সে। এবার হাতের আঙুল কিছুটা নাড়াতে পারল। অনেক কষ্টে ভেজা আর পাথরের মতো ভারী শরীরটা টেনে তুলতে গিয়ে ওর মনে হলো, আর কোনোদিনই উঠতে পারবে না এখান থেকে। মনে হলো যেন অনন্তকাল ধরে চেষ্টার পরে মাটির ওপর থেকে সে উঠে বসল। মাথার ওজন যেন কয়েক মণ। পেটের ভেতরে ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। শরীরের সব শক্তি ব্যবহার করে টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল রনি।

বোঁ করে মাথা ভয়ংকর চক্কর দিয়ে পড়ে গেল পরক্ষণেই। হড়হড় করে বমি করে ফেলল। বমি করার পরে মাথাটা যেন হালকা মনে হলো হঠাৎ। পেটের অস্বস্তিও কিছুটা কমল।

পাশেই নদীর পানি। কুলি করার জন্য পানির দিকে হাত বাড়াতেই ওর চোখ গেল বেশ কিছুটা দূরে সদ্য নিভে যাওয়া

কিছু কাঠ-খড়ির দিকে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। এতক্ষণে নিজের অবস্থান পরিষ্কার হলো রনির কাছে। চোখজোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠল ওর। সে বসে আছে বোরহানপুরের ভৈরব নদীর তীরে অবস্থিত শ্মশানঘাটে! কিন্তু কেন? কীভাবে সে এখানে এল?

.....

রাত একটা বেজে দশ মিনিট। রনিদের বাসার ড্রয়িংরুমে বড়সড় একটা জটলা। রনির মা রুবি আক্তার খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। রিপা আপু ওনার মাথায় পানি ঢালছে। রনির দাদু হোসেন সরকার খুবই বয়স্ক মানুষ। আচমকা এই টেনশান সহ্য করতে পারছেন না তিনি। কথা-বার্তা কিছুই বলতে পারছেন না।

রনির বাবা পুলিশ স্টেশান থেকে একটু আগেই এসেছেন। বারবার গ্লাস ভর্তি করে পানি খাচ্ছেন তিনি। ফাহিম, ওলী, সুমন আর তারেক শুকনো মুখে বসে আছে রনিদের বাসার ঘরে। স্কুল থেকে ফিরে বিকালে খেলাধুলা করার পরে মাগরিব নামাজ ওরা চারজন একসাথে আদায় করেছে মসজিদে। তারপর যে যার বাসায় চলে গিয়েছিল।

রিপা আপু বললেন, রাত ৮টার দিকে রনি দোকানে গিয়েছিল কলম আর পাউরুটি কিনতে। তারপর আর বাসায় ফেরেনি। রাত ১০টায় রনির বাবা বাসায় ফেরার পরে আশেপাশে তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে। তখনই ফাহিমরা জানতে পেরে

চলে এসেছে। আশেপাশের কিছু মানুষও উপস্থিত আছে রনিদের বাসায়। পাড়া-প্রতিবেশী কেউ কিছুই দেখেনি। রাত বারোটায় মাইকিং করা হলো। থানায় মিসিং ফাইল করানো হয়েছে। কেউ কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। চিন্তার ঝড় বইছে ফাহিমের মাথায়। কিন্তু কোনোকিছুই সে বুঝতে পারছে না। ঘড়ির কাঁটা একের ঘর পেরুল।

রুবি আক্তার আর হোসেন সরকারের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, দ্রুত হসপিটালে নিতে হবে দুজনকেই। এদিকে রনির বাবারও প্রেশার খুব বেড়ে গেছে। রিপার চোখ বেয়ে অনবরত অশ্রু ঝরছে। তারেক কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলতেই হঠাৎ কলিংবেল বেজে উঠল। কানের কাছে আচমকা প্রচণ্ড শব্দে পটকা ফুটলেও রুবি এতটা চমকে উঠত না ওরা। ঘরের সবাই একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। সবার চোখে কেমন চাপা একটা ভয়। সবার আগে সুমন নড়ে উঠল। প্রায় ছুটে দরজার দিকে গেল ও। ওর পেছনে ওলী আর ফাহিমও উঠে গেল। দরজা খুলে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ওরা। একে একে বাড়ির প্রত্যেকটি সদস্য চলে এল দরজার কাছে। কারও মুখে কোনো কথা নেই। ভেজা আর কাদামাখা শরীরে দাঁড়িয়ে আছে রনি। মাথার পাশটা রক্তে ভেজা!

সবাই বাকরুদ্ধ। সবার আগে রিপা আপু চৈঁচিয়ে উঠল, ‘মা, রনি এসেছে। ও বাবা...’ ব্যাকুল হয়ে ও বারবার বলতে লাগল, ‘রনি, রনি কী হয়েছে তোর? কোথায় ছিলি? কী হয়েছে রে?’

রনির বাবা হামিদ সরকার এগিয়ে এসে শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'বাবা, ভেতরে এসো। আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া যে, তোমাকে ফিরিয়ে দিলেন। কীভাবে ব্যথা পেলো? আচ্ছা থাক, পরে শুনব। তুমি ভেতরে এসো।'

বিছানা থেকে উঠে এলোমেলো পায়ে রুবি আক্তার দরজার কাছে এগিয়ে এসে কয়েক সেকেন্ড রনির দিকে তাকিয়ে থেকে আচমকা সেন্সলেস হয়ে পড়ে গেলেন ওখানেই। আবারও ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই।

ধীর পায়ে হেঁটে এসে মায়ের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে রনি দুর্বল গলায় বলল, 'মা, আমি তো এসেছি। এবার ওঠো।'

চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে জ্ঞান ফেরানো হলো রুবি আক্তারের। রনিকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন রুবি আক্তার। মাথার আঘাতটা দেখে বারবার জানতে চাইলেন, 'কে মেরেছে তোকে? কোথায় গিয়েছিলি?' ফাহিম এতক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে রনির আঘাতটা লক্ষ্য করছিল। মনে হচ্ছে ভারী কিছু দিয়ে বেশ জোরে মেরেছে কেউ। রক্ত পড়েছে অনেকটা। এখন বন্ধ হয়েছে। রক্ত জমাট বেঁধে আছে। এবার ও বলে উঠল, 'রিপা আপু, একটু তুলা আর পানি দিন আমাকে। পরিষ্কার করতে হবে।'

রিপা ভেতরে চলে গেল। হামিদ সরকার কেমন নেতিয়ে পড়লেন। প্রচণ্ড টেনশান থেকে হঠাৎ রিলিজ পেলো এমন হয় অনেকের। রনির দাদু ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন ধীরে ধীরে।

ওলী আর সুমন মেঝেতে রনির পাশে বসে জিজ্ঞেস করল,
'কী হয়েছিল বল তো?' এবার একেকজন একেক প্রশ্ন করতে
শুরু করল রনিকে। কী হয়েছিল? কীভাবে মাথায় আঘাত
পেল? এতক্ষণ কোথায় ছিল?...

কারও প্রশ্নেরই কোনো সদুত্তর দিতে পারল না রনি। ঘোলাটে
চোখে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল কেবল।

দুই



‘বোরহানপুর আদর্শ বিদ্যা নিকেতন’ ছুটি হবার পরে ছেলেরা দলে দলে বাসায় ফিরছে। ফাহিম, সুমন আর ওলী মিশনারি হাসপাতালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। হাসপাতালের কাছেই দোতলা বাড়িটার দিকে চোখ পড়ল ওদের। পুরোনো ভাবটা আর নেই। ঘষে-মেজে, পালিশ করে, চকচকে করা হয়েছে। নতুন ব্যানার ঝোলানো হয়েছে। ব্যানারে বড় বড় করে লেখা—ড. রফিক হায়দার। সুমন বলল, ‘চল, বিজ্ঞানী কী আবিষ্কার করছে দেখে আসি।’

‘যা না, যা।’—সুমনের মাথায় পেছন থেকে টোকা দিলো ওলী। ‘অনুমতি ছাড়া টোকার অপরাধে গুলি খেয়ে আয়।’

‘গুলি করবে মানে?’—চোখ গোল গোল করে তাকাল সুমন।

‘বিজ্ঞানীরা তো নানা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করে।’—বোঝানোর ভঙ্গিতে বলল ওলী। ‘আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার আগ পর্যন্ত তাদের সব আবিষ্কারই গোপন। তাই, অনুমতি ছাড়া কেউ ঢুকতে পারে না তাদের ল্যাবে। দেখিস না অত বড় বাড়িতে একটা কাজের লোকও নেই? সব আদিল ভাই-ই করে।’

‘হুম, বেচারার খুব কষ্ট হয় মনে হয়। ঘরের সব কাজও করতে হয়, বিজ্ঞানী মামার পাশেও থাকতে হয়। নিজের পড়াশোনাটাও করতে পারে না।’—নিশ্বাস ফেলল রনি।

‘যার বিয়ে তার খবর নাই, পাড়া-পড়শির ঘুম নাই!’—এতক্ষণে মুখ খুলল ফাহিম। ‘আদিল ভাই তো খুব খুশি। আর তোরা তার দুঃখে মরে যাচ্ছিস। আদিল ভাই একজন বিজ্ঞানীর সাহচর্যে আছে, সবার তো এই ভাগ্য হয় না।’

‘হ্যাঁ, তাও অবশ্য ঠিক।’—সুমন আর ওলী দুজনেই মাথা দোলালো।

প্রায় মাস দুয়েক আগে ওরা চারজন একদিন স্কুল থেকে ফিরছিল। চকচকে গাড়িটা দেখতে পেয়ে সুমন বলে উঠল, ‘এই দ্যাখ, নতুন গাড়ি... এখানে এমন গাড়ি তো দেখা যায় না!’

রনি হেসে বলল, ‘মনে হচ্ছে সরকারি লোক। আবার কেউ বদলি হয়ে আসছে হয়তো।’